পাঠ ১৯

ঢাকাই মসলিন

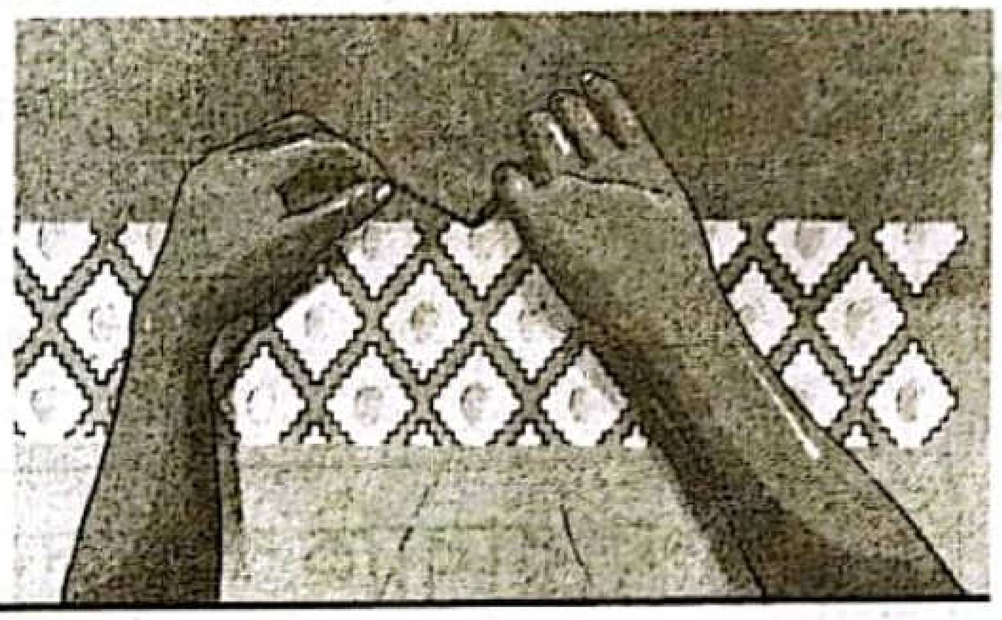

পাঠের মূলকথা

বাংলার ইতিহাসে 'মসলিন' বলতে বোঝানো হয় তৎকালীন ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উৎপাদিত অতি সূক্ষ্ম এক ধরনের কাপড়কে। সেকালে মসলিনের জন্য ঢাকা ছিল বিশ্বখ্যাত। ঢাকার সোনারগাঁ অঞ্চল মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ও বাতাস মসলিন তৈরির উপযোগী ছিল। মসলিন কিনতে আরব, ইরান, চীন থেকে বণিকরা এ দেশে আসতেন। খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম মসলিন শাড়ি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে গলানো যেত। চরকা কেটে ফুটি তুলা থেকে তাঁতিরা মিহি সুতা বানিয়ে তাঁতে বুনে মসলিন কাপড় তৈরি করতেন। এক সময় কলে তৈরি কাপড় বাজার দখল করায় প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে মসলিন হারিয়ে যায়। 'দৈনিক সকাল-বিকালের খবর' পত্রিকায় ছোটদের পাতায় এই মসলিন সম্পর্কে নতুন খবর হচ্ছে— ফিরে এলো ঢাকাই মসলিন। গবেষক ও বিজ্ঞানীরা মিলে নতুন মসলিন তৈরি করেছেন। ঢাকাই মসলিন আমাদের ঐতিহ্য, তা ধরে রাখতে হবে।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা

পাঠ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমি যে যোগ্যতা অর্জন করব—

১.১ প্রমিত উচ্চারণে বলা বাক্য ও শব্দে ব্যবহৃত বর্ণ, যুক্তবর্ণ, ফলাযুক্ত বর্ণের ধ্বনি মনোযোগ সহকারে শুনে শনাক্ত করতে পারা।

৩.১ ছবি/চিত্র বা ছক দেখে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার পাঠ শুনে তথ্য, বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।

৭.১ বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়বস্তু বলতে পারা।

৯.১ যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ স্পষ্ট স্বরে শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে পড়ে বুঝতে পারা।

১১.১ চিত্র ও ছক সংবলিত বর্ণনা, তথ্যমূলক রচনা, প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারা।

১৩.১ পাঠে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ, ফলা, ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ এবং বিরামচিহ্ন (দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্নবোধক) সহযোগে বিভিন্ন ধরনের বাক্য এবং শ্রুতলিপি স্পষ্ট ও সঠিক বানানে লিখতে পারা।

১৫.১ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক ও তথ্যমূলক রচনা পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখতে পারা।

১৫.২ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক রচনা পড়ে/শুনে শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ লিখতে পারা।

পিরিয়ড সংখ্যা : ৬

পিরিয়ড বিভাজন :

পিরিয়ড-৮৯	মিলি বই পড়ে--- পত্রিকার লেখাটি পড়ি।
পিরিয়ড-৯০	দৈনিক সকাল---- গলানো যেতো।
পিরিয়ড-৯১	বাংলার পুরোনো------- তৈরির উপযোগী।
পিরিয়ড-৯২	আরব, ইরান---- হারিয়ে যায় মসলিন।
পিরিয়ড-৯৩	আরব, ইরান---- মসলিন আমাদের ঐতিহ্য।
পিরিয়ড-৯৪	ডান-বাম মিলকরণ, ছবি দেখে বাক্য লিখি।

[সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা]

বানান সতর্কতা নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই–

পত্রিকা	দারুণ	পুরানো	কাপড়	মসলিন	বিশ্ববিখ্যাত	স্বচ্ছ	সূক্ষ্ম	আংটি	অনায়াসে
সুতা	চরকা	তাঁতি	অঞ্চল	শীতলক্ষ্যা	উপযোগী	বণিক	গবেষক	ঐতিহ্য	বৈজ্ঞানিক

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সূত্র সংবলিত

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শিখনযোগ্যতা অর্জনোপযোগী পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি ও গুরুত্বপূর্ণ নমুনা প্রশ্নোত্তর এ অংশে দেওয়া হলো। শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত মূল্যায়ন ক্ষেত্র ও নির্দেশনার আলোকে প্রণীত পাঠগুলো তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

? চলো, পারি কি না দেখি

১ শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি ও অর্থ বলি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৯

মিহি, বিশ্বখ্যাত, স্বচ্ছ, গলানো।

উত্তর :

মিহি — সরু, সূক্ষ্ম।

বিশ্বখ্যাত — দুনিয়া জুড়ে সুনাম আছে এমন।

স্বচ্ছ — পরিষ্কার, নির্মল।

গলানো — প্রবেশ করানো।

২ যুক্তবর্ণ ভেঙে লিখি ও আরও শব্দ তৈরি করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৯

স্বচ্ছ	চ্ছ	চ + ছ	কচ্ছপ, আচ্ছা, ইচ্ছা
সূক্ষ্ম	ক্ষ্ম	ক + ষ + ম	* তীক্ষ্ম, যক্ষ্মা, লক্ষ্মী
শীতলক্ষ্যা	ক্ষ	ক + ষ	লক্ষ, বক্ষ, কক্ষ
বিজ্ঞানী	জ্ঞ	জ + ঞ	বিজ্ঞপ্তি, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী
অঞ্চল	ঞ্চ	ঞ + চ	চঞ্চল, বঞ্চনা, সঞ্চয়

* বি. দ্র. : যুক্তব্যঞ্জন ঘটিত 'তীক্ষ্ম' শব্দটি ভুল।

৩ কথাগুলো বুঝে নিই।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৯

ফুটি তুলা – এক ধরনের তুলা।

চরকা – সুতা কাটার যন্ত্র।

৪ নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৯

পত্রিকা ....

বিখ্যাত ....

কারখানা ....

প্রতিযোগিতা ....

উত্তর :

পত্রিকা	পত্রিকা থেকে নতুন অনেক তথ্য জানা যায়।
বিখ্যাত	মসলিন তৈরির জন্য ঢাকার সোনারগাঁ অঞ্চল ছিল বিখ্যাত।
কারখানা	বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক কাপড়ের কারখানা স্থাপিত হয়েছে।
প্রতিযোগিতা	প্রতিযোগিতা করে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প টিকে আছে।

৫ মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৯

প্রশ্ন ক. মসলিন কী?

উত্তর : মসলিন হলো বাংলার ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের নাম। এটি খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কাপড়। এই শাড়ি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে গলানো যেত।

প্রশ্ন খ. মসলিনের সুতা কীভাবে তৈরি হতো?

উত্তর : মসলিন কাপড়ের সুতা তৈরি হতো ফুটি তুলা থেকে। চরকা কেটে তুলা থেকে সুতা বানানো হতো। তাঁতিরা মিহি সুতা তাঁতে বুনে মসলিন কাপড় তৈরি করতেন।

প্রশ্ন গ. কারা মসলিনের তৈরি কাপড় কিনতে আসতেন?

উত্তর : আরব, ইরান, চীন থেকে বণিকরা মসলিনের তৈরি কাপড় কিনতে আসতেন।

প্রশ্ন ঘ. মসলিন কেন হারিয়ে গেল?

উত্তর : কারখানার কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে মসলিন কাপড় হারিয়ে গেল।

৬ ডানদিকের বাক্যের সঙ্গে বামদিকের শব্দ মিল করি।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬০

তাঁতি	বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি
বণিক	যিনি গবেষণা করেন
বিজ্ঞানী	কাপড় বোনেন যিনি
গবেষক	যিনি বাণিজ্য করেন

উত্তর :

তাঁতি → কাপড় বোনেন যিনি

বণিক → যিনি বাণিজ্য করেন

বিজ্ঞানী → বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি

গবেষক → যিনি গবেষণা করেন

৭ ছবি দেখে বাক্য লিখি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৬০

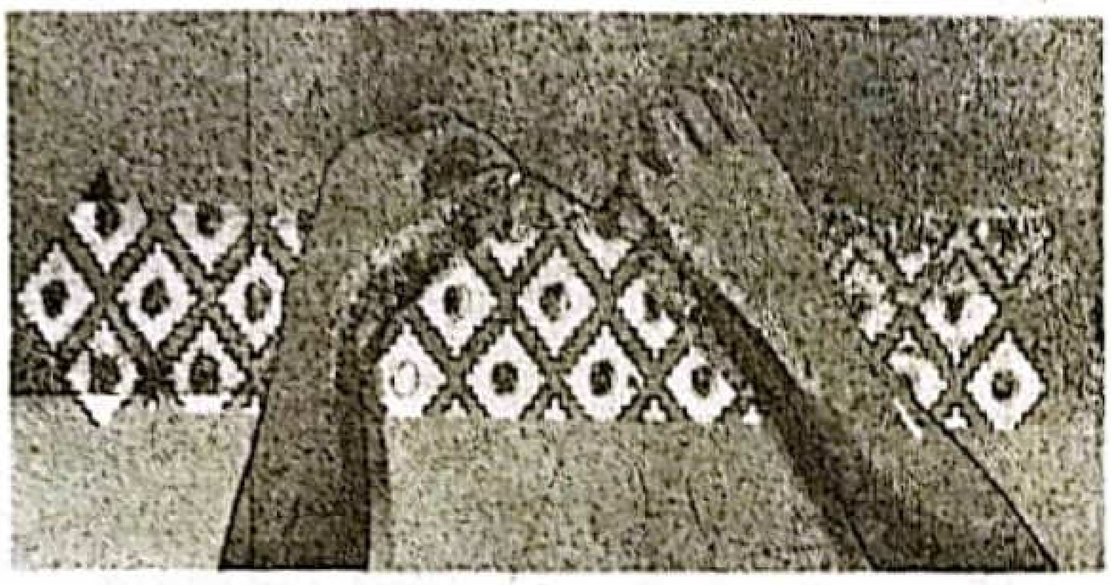

উত্তর :

মসলিনের জন্য ঢাকা ছিল বিশ্ববিখ্যাত। মসলিন খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কাপড়। ফুটি তুলা থেকে এই শাড়ির সুতা তৈরি হতো। চরকা কেটে তুলা থেকে সুতা বানানো হতো। আরব, ইরান, চীন থেকে বণিকরা আসতেন মসলিন কিনতে। কারখানার কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে হারিয়ে যায় মসলিন। বর্তমানে গবেষক ও বিজ্ঞানীরা মিলে তৈরি করেছেন নতুন মসলিন।

এক সময় মসলিন রাজকীয় পোশাক তৈরিতে ব্যবহার করা হতো।

মসলিন প্রায় আটাশ রকম হতো যার মধ্যে জামদানি এখনও ব্যাপক আকারে প্রচলিত।

এটি আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবের বস্তু।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে পিরিয়ডভিত্তিক অনুশীলন — শিখে নিই

পিরিয়ড ৮৯ মিলি বই পড়ে.... পত্রিকার লেখাটি পড়ি।

প্রশ্ন ১. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রশ্ন ক. পত্রিকায় কী থাকে? ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : পত্রিকায় নতুন নতুন খবর থাকে।

প্রশ্ন খ. কে বই পড়ে?

উত্তর : মিলি বই পড়ে।

প্রশ্ন গ. আজকের পত্রিকায় কী ছাপা হয়েছে?

উত্তর : আজকের পত্রিকায় দারুণ একটি খবর ছাপা হয়েছে।

প্রশ্ন ২. নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।

বই, বাবা, নতুন, অনেক, খবর, দারুণ।

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
বই	গ্রন্থ, পুস্তক
বাবা	জনক, পিতা
নতুন	নব, নবীন
অনেক	প্রচুর, ঢের
খবর	বার্তা, সংবাদ
দারুণ	অত্যন্ত, অতিশয়

পিরিয়ড ৯০ দৈনিক সকাল.... গলানো যেতো।

প্রশ্ন ৩. পাঠ্যাংশের পত্রিকার নাম, পত্রিকার বিশেষ অংশ এবং প্রতিবেদনের শিরোনাম বের করে লেখ। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : পত্রিকার নাম : দৈনিক সকাল-বিকালের খবর।

পত্রিকার বিশেষ অংশ : ছোটদের পাতা।

প্রতিবেদনের শিরোনাম : ফিরে এলো ঢাকাই মসলিন।

প্রশ্ন ৪. নিচের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলোর প্রমিত উচ্চারণ লেখ। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

বিশ্বখ্যাত, স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম।

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ
বিশ্বখ্যাত	বিশ্‌শোখ্যাতো
স্বচ্ছ	শচ্ছো
সূক্ষ্ম	শুক্‌খো

প্রশ্ন ৫. পাঠ থেকে ফলাযুক্ত বর্ণ খুঁজে বের করে শব্দ গঠন কর। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

ত্র, শ্ব, খ্য, স্ব, ক্ষ্ম।

উত্তর :

ফলাযুক্ত বর্ণ	শব্দ গঠন
ত্র	পত্রিকা
শ্ব	বিশ্ব
খ্য	বিখ্যাত
স্ব	স্বচ্ছ
ক্ষ্ম	সূক্ষ্ম

পিরিয়ড ৯১ বাংলার পুরোনো.... তৈরির উপযোগী।

প্রশ্ন ৬. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

মসলিন কাপড়ের সুতা তৈরি হতো ফুটি তুলা থেকে। চরকা কেটে তুলা থেকে সুতা বানানো হতো। তাঁতিরা মিহি সুতা তাঁতে বুনে মসলিন কাপড় তৈরি করতেন। মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকার সোনারগাঁ অঞ্চল। শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ও বাতাস ছিল মসলিন তৈরির উপযোগী।

প্রশ্ন ক. চরকা কী?

উত্তর : চরকা হলো সুতা কাটার যন্ত্র।

প্রশ্ন খ. তাঁতি কে?

উত্তর : যিনি কাপড় বোনেন তিনিই তাঁতি।

প্রশ্ন ৭. কোনটি মসলিন তৈরির উপযোগী ছিল?

উত্তর : শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ও বাতাস মসলিন তৈরির উপযোগী ছিল।

প্রশ্ন ৮. নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।

তৈরি, পানি, বাতাস।

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ	সমার্থক শব্দ
তৈরি	প্রস্তুত, নির্মিত
পানি	জল, বারি
বাতাস	বায়ু, হাওয়া

পিরিয়ড ৯২ | আরব, ইরান.... হারিয়ে যায় মসলিন।

প্রশ্ন ৯. কোন কাপড় এক সময়ে বাজার দখল করে নেয়?

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : কারখানার কাপড় এক সময়ে বাজার দখল করে নেয়।

প্রশ্ন ১০. মসলিন কেন প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি?

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : কারখানার কাপড় এক সময়ে বাজার দখল করে নেয়। ফলে মসলিন কাপড় প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি।

প্রশ্ন ১১. ঘটনায় কয়টি দেশের নাম আছে এবং সেগুলো কী কী লেখ।

ঘটনা

আরব, ইরান, চীন থেকে বণিকরা আসতেন মসলিন কিনতে। এক সময়ে কাপড়ের বাজার দখল করে নেয় কারখানার কাপড়। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে হারিয়ে যায় মসলিন।

উত্তর : উপরের ঘটনায় তিনটি দেশের নাম আছে। যথা— আরব, ইরান ও চীন।

পিরিয়ড ৯৩ | আরব, ইরান.... মসলিন আমাদের ঐতিহ্য।

প্রশ্ন ১২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

প্রশ্ন ক. কারা আবার মসলিন কাপড় নিয়ে এসেছেন?

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : গবেষক ও বিজ্ঞানীরা আবার মসলিন কাপড় নিয়ে এসেছেন।

প্রশ্ন খ. মজার ব্যাপার কী?

উত্তর : মজার ব্যাপার হলো— আবারও ফিরে এসেছে মসলিন।

প্রশ্ন গ. 'ব্যাপার ও ঐতিহ্য' শব্দ দুটিতে কোন ফলাচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর : 'ব্যাপার ও ঐতিহ্য' শব্দ দুটিতে য (্য) ফলাচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

পিরিয়ড ৯৪ | ডান-বাম মিলকরণ, ছবি দেখে বাক্য লিখি।

প্রশ্ন ১৩. নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ।

মসলিন, উপযোগী, বনিক, কারখানা, গবেষক, বিজ্ঞানী, ঐতিহ্য।

উত্তর :

মসলিন — মিহি সুতিবস্ত্র।
উপযোগী — যোগ্য।
বনিক — ব্যবসায়ী।
কারখানা — যে স্থানে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়।
গবেষক — অনুসন্ধানকারী, অন্বেষী, গবেষণাকারী।
বিজ্ঞানী — বিজ্ঞানবিদ।
ঐতিহ্য — পরম্পরাগত প্রথা, লোকপ্রসিদ্ধি, কিংবদন্তি।

প্রশ্ন ১৪. বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলো মিল করে লেখ।

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. মসলিন আমাদের	থেকে সুতা বানানো হতো।
খ. চরকা কেটে তুলা	স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কাপড়।
গ. মসলিন খুব	পানি ও বাতাস ছিল মসলিন তৈরির উপযোগী।
ঘ. শীতলক্ষ্যা নদীর	অনায়াসে গলানো যেত।
ঙ. মসলিন আংটির ভিতর দিয়ে	ঐতিহ্য

উত্তর :

ক. মসলিন আমাদের ঐতিহ্য।
খ. চরকা কেটে তুলা থেকে সুতা বানানো হতো।
গ. মসলিন খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কাপড়।
ঘ. শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ও বাতাস ছিল মসলিন তৈরির উপযোগী।
ঙ. মসলিন আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে গলানো যেত।

প্রশ্ন ১৫. ছবি দেখে সঠিক শব্দ, বাক্য ও বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লেখ।

উত্তর : চরকা হচ্ছে সুতা কাটার হস্তচালিত যন্ত্র। প্রাচীনকালে তাঁতিরা চরকা কেটে তুলা থেকে সুতা বানাতেন। বাংলাদেশ মসলিনসহ অন্যান্য মোটা সুতিবস্ত্র তৈরির জন্য সুতা তৈরি করা হতো, তার জন্য ব্যবহৃত হতো চরকা। বর্তমানে যন্ত্রটি তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ

সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

প্রশ্ন ১. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা কর।

মসলিন, গবেষক, ঐতিহ্য, আংটি, প্রতিযোগিতা।

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর :

মসলিন — মসলিন মিহি সুতায় বোনা হতো।
গবেষক — গবেষক আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানের নতুন বিস্ময়।
ঐতিহ্য — মসলিন আমাদের ঐতিহ্য।
আংটি — আংটির ডিজাইনটা ভারি সুন্দর।
প্রতিযোগিতা — প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হয়।

প্রশ্ন ২. নিচের শব্দগুলো বুঝে নিই।

মসলিন শাড়ি — মসলিন খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কাপড়।
মিহি সুতা — ফুটি তুলা থেকে তৈরি অতি চিকন সুতা হলো মিহি সুতা।
তাঁত বুনা — চরকা কেটে তুলা থেকে সুতা বানানো হতো। তাঁতিরা মিহি সুতা তাঁতে বুনে মসলিন কাপড় তৈরি করেন।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

প্রশ্ন ৩. পঠিত বিষয়বস্তুর প্রতিবেদনে কী কী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে খুঁজে বের করে লেখ। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : পঠিত বিষয়বস্তুর প্রতিবেদনে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো হলো–
ক. পত্রিকার নাম, খ. পত্রিকার বিশেষ অংশ, গ. প্রতিবেদনের শিরোনাম ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৪. কোন এলাকা মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল?

উত্তর : মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকার সোনারগাঁ অঞ্চল।

প্রশ্ন ৫. বাংলার পুরানো বিখ্যাত কাপড়ের নাম কী?

উত্তর : বাংলার পুরানো বিখ্যাত কাপড়ের নাম হলো– মসলিন কাপড়।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

প্রশ্ন ৬. বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি পুনরায় লেখ।

আরব ইরান চীন থেকে বণিকরা আসতেন মসলিন কিনতে এক সময়ে কাপড়ের বাজার দখল করে নেয় কারখানার কাপড়। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে হারিয়ে যায় মসলিন

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : আরব, ইরান, চীন থেকে বণিকরা আসতেন মসলিন কিনতে। এক সময়ে কাপড়ের বাজার দখল করে নেয় কারখানার কাপড়। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে হারিয়ে যায় মসলিন।

প্রশ্ন ৭. 'মসলিন' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : মসলিন

বাংলার পুরানো এক কাপড়ের নাম মসলিন। মসলিন মিহি সুতায় বোনা হতো। মসলিন খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কাপড়। ফুটি তুলা থেকে মসলিন কাপড়ের সুতা তৈরি হতো। তাঁতিরা মিহি সুতা তাঁতে বুনে মসলিন কাপড় তৈরি করতেন। মসলিনের জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকা। মসলিন আমাদের ঐতিহ্য।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

প্রশ্ন ৮. কোথা থেকে বণিকরা মসলিন কিনতে আসতেন?

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : আরব, ইরান থেকে বণিকরা মসলিন কিনতে আসতেন।

প্রশ্ন ৯. কোন কাপড় আমাদের ঐতিহ্য? ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

উত্তর : মসলিন কাপড় আমাদের ঐতিহ্য।

প্রশ্ন ১০. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

চরকা, বিখ্যাত, সুতা, মসলিন, ঐতিহ্য।

ক. মসলিন কাপড়ের —— তৈরি হতো ফুটি তুলা থেকে।
খ. —— কেটে তুলা থেকে সুতা বানানো হতো।
গ. তাঁতিরা মিহি সুতা তাঁতে বুনে —— কাপড় তৈরি করতেন।
ঘ. মসলিন তৈরির জন্য —— ছিল ঢাকার সোনারগাঁ।
ঙ. মসলিন আমাদের —— ।

উত্তর :

ক. মসলিন কাপড়ের সুতা তৈরি হতো ফুটি তুলা থেকে।
খ. চরকা কেটে তুলা থেকে সুতা বানানো হতো।
গ. তাঁতিরা মিহি সুতা তাঁতে বুনে মসলিন কাপড় তৈরি করতেন।
ঘ. মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকার সোনারগাঁ।
ঙ. মসলিন আমাদের ঐতিহ্য ।

প্রশ্ন ১১. শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে অনুচ্ছেদটি পূরণ কর।

বাংলার পুরানো এক কাপড়ের নাম ——। এই কাপড় —— সুতায় বোনা হতো। মসলিনের জন্য —— ছিল বিশ্বখ্যাত। মসলিন খুব স্বচ্ছ ও —— কাপড়। মসলিন শাড়ি —— ভিতর দিয়ে অনায়াসে গলানো যেত।

উত্তর : বাংলার পুরানো এক কাপড়ের নাম মসলিন। এই কাপড় মিহি সুতায় বোনা হতো। মসলিনের জন্য ঢাকা ছিল বিশ্বখ্যাত। মসলিন খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কাপড়। মসলিন শাড়ি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে গলানো যেত।

প্রশ্ন ১২. পাঠ থেকে ফলাযুক্ত বর্ণ খুঁজে বের করে শব্দ গঠন কর। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা, ১৪০, ১৪১, ১৪৩

ক্ষ্য, ব্য, হ্য।

উত্তর :

ফলাযুক্ত বর্ণ	শব্দ গঠন
ক্ষ্য	শীতলক্ষ্যা
ব্য	ব্যাপার
হ্য	ঐতিহ্য

প্রশ্ন ১৩. মসলিন শাড়ির মেলা উপলক্ষে বিজ্ঞাপনের একটি নমুনা তৈরি কর।

শিক্ষক/ অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন নির্দেশনা ছকের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই

শিক্ষার্থীর শিখন/পাঠ সম্পন্ন হওয়ার পর শিক্ষক/অভিভাবকগণ নিচের 'পাঠোত্তর মূল্যায়ন ও নির্দেশনা ছক' ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য স্থানে টিক (✓) চিহ্ন প্রদান করে অগ্রগতি যাচাই করবেন। কোনো শিখনযোগ্যতা/নির্দেশকের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে তা পুনরায় অনুশীলনের উদ্যোগ নিতে হবে।

শিখনযোগ্যতা/ পারদর্শিতার সূচক	সাহায্য প্রয়োজন	ভালো	উত্তম
পাঠের বিষয়বস্তুর ধারণা অর্জন করেছে।			
বর্ণনামূলক রচনা পড়ে/শুনে বিষয়বস্তু বলতে পেরেছে।			
নতুন বিষয় জানার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে।			
ফলাযুক্ত বর্ণ শনাক্ত করতে পেরেছে।			
প্রতিবেদনমূলক রচনা শুনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বলতে পেরেছে।			
যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ ভেঙে লিখতে পেরেছে।			
প্রতিবেদন পাঠে আগ্রহ দেখিয়েছে।			
ফলাচিহ্ন চিনতে পেরেছে।			
যুক্তবর্ণের ধ্বনি শুনে শনাক্ত করতে পেরেছে।			
বর্ণনামূলক রচনা পড়ে/শুনে বিষয়বস্তু বলতে পেরেছে।			
যুক্তবর্ণ ও ফলাযুক্ত বর্ণে গঠিত শব্দ লিখতে পেরেছে।			
মসলিনের ধারণা লাভ করেছে।			
ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বলতে পেরেছে।			
তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পেরেছে।			

ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তু বলতে আগ্রহ দেখিয়েছে।			
প্রয়োজনীয় শব্দভাণ্ডার অর্জন করেছে।			
অনুচ্ছেদ শুনে শুনে লিখতে পেরেছে।			
প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে তথ্যমূলক রচনা লিখতে পেরেছে।			
লেখার ক্ষেত্রে বিরামচিহ্ন ব্যবহারে ইতিবাচকতা দেখিয়েছে।			
তথ্যমূলক রচনা পড়ে জ্ঞাত তথ্য লিখতে পেরেছে।			
শ্রেণি কার্যক্রমে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করেছে।			

ধারাবাহিক/শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন — নিজেকে মূল্যায়ন করি

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

তারিখ : ___ সময় :..............

শিক্ষার্থীর নাম :.................... শ্রেণি :.................... রোল নম্বর : ___

১। নিচের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে শব্দ তৈরি কর।
স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম, শীতলক্ষ্যা, বিজ্ঞানী, অঞ্চল

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ক. মসলিন কী?
খ. মসলিনের সুতা কীভাবে তৈরি হতো?
গ. কারা মসলিনের তৈরি কাপড় কিনতে আসতেন?
ঘ. কোন কাপড় এক সময়ে বাজার দখল করে নেয়?
ঙ. মসলিন কেন প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি?

৩। ছবি দেখে সঠিক শব্দ, বাক্য ও বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লেখ।

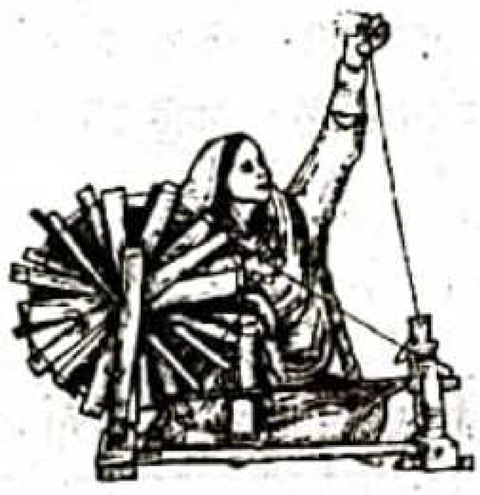

উত্তরমালা

১ ▸

স্বচ্ছ	চ্ছ	চ + ছ	কচ্ছপ, আচ্ছা, ইচ্ছা
সূক্ষ্ম	ক্ষ্ম	ক + ষ + ম (ফলা)	লক্ষ্মণ, যক্ষ্মা, লক্ষ্মী
শীতলক্ষ্যা	ক্ষ	ক + ষ	লক্ষ, বক্ষ, কক্ষ
বিজ্ঞানী	জ্ঞ	জ + ঞ	বিজ্ঞপ্তি, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী
অঞ্চল	ঞ্চ	ঞ + চ	চঞ্চল, বঞ্চনা, সঞ্চয়

২ ▸ ক. মসলিন হলো বাংলার ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের নাম। এটি খুব স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম কাপড়। এই শাড়ি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে গলানো যেত।

খ. মসলিন কাপড়ের সুতা তৈরি হতো ফুটি তুলা থেকে। চরকা কেটে তুলা থেকে সুতা বানানো হতো। তাঁতিরা মিহি সুতা তাঁতে বুনে মসলিন কাপড় তৈরি করতেন।

গ. আরব, ইরান, চীন থেকে বণিকরা মসলিনের তৈরি কাপড় কিনতে আসতেন।

ঘ. কারখানার কাপড় এক সময়ে বাজার দখল করে নেয়।

ঙ. কারখানার কাপড় এক সময়ে বাজার দখল করে নেয়। ফলে মসলিন কাপড় প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি।

৩ ▸ চরকা হচ্ছে সুতা কাটার হস্তচালিত যন্ত্র। প্রাচীনকালে তাঁতিরা চরকা কেটে তুলা থেকে সুতা বানাতেন। বাংলাদেশ মসলিনসহ অন্যান্য মোটা সুতিবস্ত্র তৈরির জন্য সুতা তৈরি করা হতো, তার জন্য ব্যবহৃত হতো চরকা। বর্তমানে যন্ত্রটি তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

মূল্যায়ন রিপোর্ট : শিখনের অর্জিত মাত্রা ___